FEED THE FUTURE
The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ইউএসএআইডি ফিড দা ফিউচার বাংলাদেশ পলিসি লিংক কৃষি নীতি কার্যক্রম

ইউএসএআইডি ফিড দা ফিউচার বাংলাদেশ পলিসি লিংক কৃষি নীতি কর্মকাণ্ড একটি পাঁচ বছর মেয়াদি কার্যক্রম যার লক্ষ্য "বাংলাদেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, নীতি পরিমণ্ডল এবং নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া উন্নত করা, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সাহায্য করা, জনগণ এবং কৃষিনীতি ব্যবস্থার ভেতর সহনশীলতা জোরদার করা এবং নারী ও শিশুসহ একটি বৃহত্তর সুস্থ সবল জনগোষ্ঠী তৈরি করা ।" এই লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ, যার মধ্যে রয়েছে ইউএসএআইডি মিশন, ইউএসএআইডি কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী পার্টনার সমূহ (আইপিস্), এবং বিভিন্ন কৃষি স্টেকহোল্ডার যেমন: শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ, এনজিও, সুশীলসমাজ প্রতিনিধিবৃন্দ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এবং জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্তরের বিভিন্ন ভ্যালু চেইন সংস্থাগুলো। উক্ত কার্যক্রমটি নীতি প্রণয়ন, বিশ্লেষণ, এডভোকেসি, সংস্কার, এবং বাস্তবায়নের উন্নয়নের জন্য চারটি নীতিস্তম্ভ কে সহায়তা করবে-যার মধ্যে রয়েছে বীজ খাত, খাদ্য নিরাপদতা (ফুড সেফটি), সামাজিক নিরাপত্তা বলয়, এবং পুষ্টি।

পটভূমি

ইউএসএআইডি'র স্থানীয় কার্যক্রমে সহায়তা করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দক্ষ নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ এবং একে অপরের সাথে অর্থপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে একত্রিত হয়ে কৃষিনীতি ব্যবস্থার রূপান্তরকরণ এর উদ্দেশ্যে কাজ করা। অনেক অগ্রগতি হওয়া

সাধারণ তথ্য
৫ বছর (সেপ্টেম্বর ৪, ২০২০-সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৫)

ভৌগোলিক এলাকা
জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স (ঢাকা, খুলনা, যশোর, বরিশাল)
জোন অফ রেজিলেন্স (কক্সবাজার এবং বান্দরবান)

কার্যক্রমের ক্ষেত্রসমূহ
১) বীজ খাত
২) খাদ্য নিরাপদতা (ফুড সেফটি)
৩) সামাজিক নিরাপত্তা বলয়
৪) পুষ্টি

উদ্দেশ্য সমূহ
- খাদ্য নিরাপত্তা/নিশ্চিতকরন কার্যক্রমে নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- কার্যকর এবং ত্বরান্বিত নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন পলিসি ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় এবং থিংক ট্যাংক) মধ্যে শক্তিশালী যোগাযোগ, সমন্বয় এবং সহযোগিতা গড়ে তোলা;
- খাদ্য নিরাপত্তা/নিশ্চিতকরন নীতিমালা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে স্থানীয় কৃষি সম্পর্কিত ব্যক্তি, সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি করা; এবং
- জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক নীতিমালা শিখন বৃদ্ধি এবং জ্ঞানচর্চা।

যোগাযোগ
-ইউএসএআইডি অ্যাক্টিভিটি ম্যানেজার: মেহেদী হাসান, mhasan@usaid.gov
-ডিএআই, পলিসি লিংক অ্যাক্টিং কান্ট্রি লিড: চাক চোপাক, Chuck_Chopak@dai.com

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

Policy LINK
LEADERSHIP & COLLABORATION FOR BETTER POLICY SYSTEMS

সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষিনীতি নিয়ে অনেক স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতার অভাব রয়েছে, যা তাদের নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া তে অংশগ্রহণ এবং নীতিগুলোর বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। অনেক বেসরকারী সংস্থা বিশেষত যারা কৃষি কাজে নিয়োজিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, নারী এবং তরুণদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের নেতৃত্ব, ক্ষমতা, সম্পদ, তথ্য এবং সাংগঠনিক অবকাঠামোর অভাব ও দুর্বলতা রয়েছে, যার কারণে তারা নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেনা। যদি বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের কৃষিনীতি বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা যায়, তাহলে এ খাত কার্যকরভাবে পরিচালনার পাশাপাশি বেসরকারি খাত কে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

পথ নির্দেশক নীতিমালা

- **কো-ক্রিয়েশন/ সহ-সৃষ্টি:** একটি অংশগ্রহণমূলক, দ্বিমুখী প্রক্রিয়া ব্যবহার করে পরস্পরের নিকট মূল্যবান সমস্যার সমাধান শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের আহ্বান করা।
- **সম্পৃক্ততা বজায় রাখা**: বিভিন্ন ভৌগোলিক এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে স্বচ্ছতার সাথে কাজের গুরুত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব:** প্রতিটি কার্যক্রমের গঠন, বিশ্লেষণ, প্রচার থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া জুড়ে আরো বৈচিত্র্যময় স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্তি সহজতর করা এই প্রকল্পের বহুমাত্রিক অংশীদারিত্বের মূল উদ্দেশ্য।
- **প্রশাসনিক সহযোগিতা:** পরীক্ষিত পদ্ধতি ব্যবহার করে স্টেকহোল্ডারদের মাঝে বোঝাপড়া এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার মাধ্যমে সুশাসনের ভিত্তি স্থাপন করা।
- **সহায়ক নেতৃত্ব**: নিরপেক্ষ ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে কাজ করে স্টেকহোল্ডারদের জন্য সর্বজনীন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে সেই উদ্দেশ্যে কাজ করতে সহায়তা প্রদান করা। তাছাড়া সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের অবদান নিশ্চিত করে তাদের কাজের জবাবদিহিতা বজায় রাখা, এবং উন্মুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- **স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি:** বিভিন্ন সংস্থা এবং তাদের সংস্থার মূল কার্যক্রম শনাক্ত করা এবং নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রম সমূহ:

১) **স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় এবং তাদের অংশগ্রহণ**: কার্যক্রমটি স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, প্রথমত কার্যক্রমটি ইউএসএআইডি এবং ইউএসএআইডি'র কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। এরপর বাংলাদেশের কৃষি খাতের জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্তরের স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে ধারাবাহিক এবং

পারস্পরিক পরামর্শ ও কো-ক্রিয়েশন/ সহ-সৃষ্টি অনুশীলন করে কার্যক্রমটির সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হবে। একটি সাধারন লক্ষ্যে উপনীত হওয়া এবং কৌশলগত নীতিমালা গড়ে তোলার জন্য স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও প্রথম বছরে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততাই হবে মূল উদ্দেশ্য, তবে কার্যক্রমটির পুরো পাঁচ বছর জুড়েই এটি অব্যাহত থাকবে।

২) **লক্ষ্যিত উদ্যোগসমূহ:** কার্যক্রমটি প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন পরামর্শ সভা থেকে প্রাপ্ত শিখন গুলো একত্রিত করবে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন করা এবং স্টেকহোল্ডার নেতৃত্বাধীন সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য কাজ করবে। টেকসই নীতি বাস্তবায়ন এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততায় সম্মিলিত লক্ষ অর্জন করবে। সম্ভাব্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম এর মধ্যে থাকবে বহুস্তর বিশিষ্ট সিস্টেম ম্যাপিং, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, ব্যক্তি এবং সংগঠন কে জোরদার করা, যোগাযোগ এবং প্রচার, নীতিবিষয়ক ভাব বিনিময়, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক আয়োজন।

৩) **সক্ষমতা জোরদার করা:** এই কার্যক্রম পুরো পাঁচ বছর জুড়ে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্তরের সকল কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা জোরদার করবে। নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হবে কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা বদলানো এবং কৃষি অবকাঠামো রূপান্তর করার জন্য নীতিমালা পরিচালনা এবং নেতৃত্বের পদ্ধতি ত্বরান্বিত করা । উদাহরণস্বরূপ, স্টেকহোল্ডারদের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি এবং সহযোগী মানসিকতা বিকাশের জন্য নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা যেতে পারে, যার মধ্যে থাকতে পারে পাঁচ দিনব্যাপী 'চ্যাম্পিয়ন ফর্ চেঞ্জ' কোর্স, ৬ মাস ব্যাপী 'এক্সিকিউটিভ লিডারশিপ প্রোগ্রাম', এবং চাহিদা ভিত্তিক অন্যান্য প্রশিক্ষণ। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কৃষি খাতের বিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের কর্মক্ষমতা জোরদার করা। যার মধ্যে নীতি কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং কৃষি অর্থায়নের বাজেট প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করার মতো বিভিন্ন কার্যক্রম হতে পারে। কৃষি খাতের নীতি ব্যবস্থা উন্নত করে কর্ম ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কাজ করবে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা তৈরি করে কার্যক্রমটি ইউএসএআইডি, তার কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং বাংলাদেশের স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে কাজ করবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

- রাজনৈতিক অর্থনীতি ও ব্যবস্থা বিশ্লেষণ এবং নেটওয়ার্ক ম্যাপিং ব্যবহার করে সহযোগিতাপূর্ণ কার্যক্রম এবং নেতৃত্ব বিকাশের জন্য নীতিমালা ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন এক্টরদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ।
- সব ধরনের ভৌগোলিক স্তরে বিরাজমান স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সম্পৃক্ততা এবং সমন্বয় ত্বরান্বিতকরণ ও জোরদারকরণ।
- নারী, যুবসমাজ এবং ক্ষুদ্র কৃষিজীবী সহ বিভিন্ন রকমের স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করার জন্য স্থানীয় নীতিমালা প্রণয়নকারি কমিউনিটি নেটওয়ার্ক উন্নত এবং জোরদার করণ; যা তাদের প্রযুক্তিগত এবং নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম করে তুলবে এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে।
- সহযোগিতাপূর্ণ প্রক্রিয়ার ফলাফল ভাগাভাগি শুরু করার মাধ্যমে কার্যক্রমটির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি পাবে।
- কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন চলাকালীন সময়ে শিখন চর্চাকে উৎসাহিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট শিখন নীতি প্রণয়নে সহায়তা করবে।